হলুদ সাংবাদিক ও কিছু ভাঁড়ের ক্যানবেরা পরিদর্শন

কর্ণফুলীর অনুসন্ধান

বাংলাদেশে ১৯৭১ সনের গণহত্যা নিয়ে গত সেপ্টেম্বর ২০০৬ সিডনীবাসী রেমন্ড সোলেমান ফয়সল নামক একজন রিফুজী অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল আদালতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মার্কিন রাষ্ট্রকে জড়িয়ে একটি অভিনব মামলা করে বোকা বানাতে চেয়েছিল কিছু বাংলাদেশীকে। স্বল্প শিক্ষিত ও একটি বিশেষ পেশায় নিয়োজিত অশিক্ষিত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমন্ডের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনার কথা না ভেবেই সিডনীতে ঢাকঢোল নিয়ে রেমন্ডের জয়গান প্রচারে নেমে পড়ে। আর এই ঘটনাটি বাংলাদেশের তথাকথিত একটি জাতীয় পত্রিকা 'দৈনিক জনকণ্ঠ' এর একজন হলুদ-সাংবাদিক প্রচুর ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিপোর্ট হিসেবে প্রচার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। উক্ত সাংবাদিকের সাথে রেমন্ডের পুর্ব পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল বলে কয়েকটি স্বল্প পরিধির কমিউনিটি রেডিও সাক্ষাৎকারে রেমন্ড তা স্বীকার করেছিল। দৈনিক জনকণ্ঠের তথাকথিত সেই সাংবাদিক ফজলুল বারী (ফজলু) এখন সিডনীতে। তবে ফজলু তার টুরিষ্ট ভিসার 'এক্সটেনশন' সক্রান্ত সুবিধা আদায় করতে দু'রাতের জন্য চক্কর [হপ-ইন এন্ড হপ-আউট] দিতে গত রবিবার পাশ্ববর্তি দ্বীপ ফিজিতে গেছেন এবং আগামী মঙ্গলবার (০৫/০৬/২০০৭) পুনরায় সিডনীতে 'ঢুকবেন' বলে একটি বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে। ফজলু সিডনীতে রেমন্ডের বাসাতেই অবস্থান করছেন। ফজলু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রিফুজী রেমন্ড ফয়সল সোলেমানকে দৈনিক জনকণ্ঠের কয়েকটি সংবাদে উপর্যপুরী একজন 'প্রবাসী ছাত্র', 'আইনবিদ' 'ল ফার্মের কর্তা' ও 'সাহসী তরুন' নানাবিদ পদবীতে ভুষিত করে বিশ্বব্যাপী বাংলা সংবাদ পাঠকদেরকে প্রতারিত করেছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন আন্দাজ করছে যে আসলে ব্যাপারটি ছিল 'গীভ এন্ড টেক' অর্থাৎ 'বন্ধু তুমি আমারে জাতে তোল, আমি তোমারে 'ঘাঁটে' তুলবো'। আর সেই আশ্বাসে ফজলুল বারীর সিডনী আগমন। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ২০০৫ সন থেকে দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত কর্ণফুলীর সম্পাদক বনি আমিনের লেখা 'অষ্ট্রেলিয়ার পথে পথে' নামক একটি অতি জনপ্রিয় কলামের নাম হুবাহু নকল করে ফজলু সিডনী থেকে এখন দৈনিক জনকণ্ঠে একটি কলাম লিখছেন। অনেকে মন্তব্য করছেন যে হলুদ সাংবাদিকতায় দৈনিক জনকণ্ঠ বাংলাদেশে বেশ কুখ্যাত আর তাই এর মালিক-সম্পাদক মহোদয় দুর্নীতির দায়ে তত্বাবধায়ক সরকারে হাতে এখন বন্দী। ফজলু'র লেখাগুলো পড়লে সহজে বুঝা যাবে যে এই 'গণহত্যা মামলা' রিপোর্ট দিয়ে মূলত তিনি কিছু নামকুড়ানোর ধান্দা করছেন মাত্র।

'পরিব্রাজক-সাংবাদিক' ফজলুল বারী অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, ইমিগ্রেশনের আইন ভঙ্গ করে, সম্প্রতি সিডনীতে কয়েকটি সেমিনার ও সমাবেশে যোগ দিয়েছেন এবং বন্ধুবৎসল দুদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে ঘাপলা লাগানোর মত জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন [বক্তব্যের রেকর্ড সংরক্ষিত আছে]। গত হপ্তায় ৭১ সনের গণহত্যার আন্দোলনে শরীক হতে অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী আরো কিছু ভাঁড়ের সাথে রাজধানী ক্যানবেরাতে পাকিস্তানি দুতাবাস ঘেরাও করার নামে ফজলুল বারী কিছু ছবি তুলতে গিয়েছিলেন। একটি ছবিতে স্পষ্ট দেখা গেছে শ্লোগান মুখর ফজলুর স্ফীত কণ্ঠনালী। কি উদ্দেশ্যে উক্ত 'পর্যটক-সাংবাদিক' এগুলো করছেন সিডনীবাসী ও দেশপ্রেমী অষ্ট্রেলিয়ানরা তার ইঙ্গিত পাচ্ছেন। ফজলু তার টুরিষ্ট ভিসাতে প্রদত্ত 'কন্ডিশন'গুলো মান্য করছেন না বলে কয়েকজন দেশপ্রেমী অষ্ট্রেলিয়ান মন্তব্য করেছেন। ডঃ শহিদুল্যার সংজ্ঞানুযায়ী 'অসৎ ও চরিত্রহীন' সাংবাদিক ফজলুল বারী বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রচুর ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতিদিন সিডনী থেকে চমকপ্রদ কিছু রিপোর্ট ছাপছেন। সিডনীতে যার বাড়ীতে একবেলা খেয়েছেন অথবা যিনি এক কাপ চা খাইয়ে তাকে তুষ্ট করেছেন তার স্তুতি বাক্য গেয়ে তিনি কলমের কালি দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের 'লিফলেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠের পাতা।

মাইগ্রেশন দালাল অর্থাৎ রিফুজী রেমন্ড সোলেমান ফয়সল তার দায়েরকৃত সেই অভিনব গণহত্যার মামলাটির পরিনতি গোপন রাখতে সর্বদা আদালতকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ধুঁয়ো তুলে তার আসল নাম 'চেপে' যেতে

দুহাতে কাকুতি মিনতী করেছে অথচ তারই বন্ধু 'চরিত্রহীন ও শঠ' সাংবাদিক ফজলু উক্ত মামলা বিষয়ে দিব্যি রেমন্ডের নাম সুস্পষ্ট বানানে সুন্দরভাবে ছেপে যাচ্ছেন। আর তাছাড়া রেমন্ড নিজেও সিডনীর বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথাকথিত 'গণহত্যার মামলা' বিষয়ে নিজের নাম ও ছবি ছাপিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন মেলাতে লুঙ্গি পরে ভাঁড় সাজছে। তাহলে আদালতের কাছে তার 'নিরাপত্তা হরনের' ধুঁয়ো কি সত্যি উদ্দেশ্যপ্রনোদিত? গোপী গাইন ও বাঘা বাইনের মত রেমন্ড ও ফজলু সিডনীতে মূলত 'খেল' দেখাচ্ছেন এবং বোকা বানাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত কিছু অশিক্ষিত ও নিরীহ প্রবাসী বাংলাদেশীকে।

গত ১৩ই মে (রবিবার) কর্ণফুলীতে ৭১ এর গণহত্যা মামলার শুনানীর তারিখ ও আদালতে উৎসুক বাংলাদেশীদের উপস্থিতির সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে মামলার বাদী রেমন্ড উক্ত মামলাটি তুলে নেন। গর্ভপাত হলো চরিত্রহীন সাংবাদিক ফজলু'র তৈরী সেই 'বঙ্গ-বিখ্যাত মামলা'টির। আর হম্বিতম্বি করা 'মরদ' রেমন্ড রাত শুরু হতে না হতেই কাপুরোষচিত নিদ্রায় বিছানায় ঢলে পড়ল। তথাকথিত ঐ মামলাটি কেন এভাবে আচানক তুলে নেয়া হলো, মামলাটির স্বপক্ষে কখনো কোন 'সাবমিশন' কেন দেয়া হয়নি, প্রচুর অর্থ 'কালেকশন' হলো অথচ কোন আইন বিশেষজ্ঞের সহযোগীতা কেন নেয়া হয়নি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সিডনীতে কেউই লিখতে 'সৎ সাহস' পায়নি এবং ফজলু তার সেই 'অষ্ট্রেলিয়ার পথে পথে' কলামে এখন পর্যন্ত কিছু লিখেননি। বরং সেই গণহত্যা মামলার ধুঁয়ো তুলে রেমন্ডের সাথে ফজলু এন.এস.ডব্লিউ প্রদেশের মধ্যাঞ্চলের রিফুজি এলাকা নামে কুখ্যাত গ্রিফীত ও হীলষ্টন নামক কিছু এলাকা ঘুরে এসে মিথ্যা ও ভুয়া কিছু উত্তেজক সংবাদ দিয়ে বাংলাদেশীদেরকে পুনরায় বোকা বানাতে চেষ্টা করেছিলেন। গ্রিফীত ও হিলষ্টোনের মত খামার প্রধান এলাকাগুলোতে প্রচুর ভারতীয় ও পাকিস্তানী রিফুজী দরখাস্তকারী বসবাস করে থাকে এবং ইমিগ্রেশনের দৃষ্টি এড়াতে খামারগুলোতে মালেয়শীয়ার রাবার বাগানের মত প্রচুর অবৈধ বিদেশী শ্রমিক নিদারুন কষ্টে সেখানে লুকিয়ে থাকেন। অষ্ট্রেলিয়ার এই দুটি স্থান অবৈধ রিফুজী ও মাফিয়া ডনদের আশ্রয়স্থল বলে বেশ কুখ্যাত। ফজলুর বন্ধু অর্থাৎ মাইগ্রেশন দালাল রেমন্ড গ্রিফীতবাসী কয়েকজন ভারতীয় ও পাকিস্তানী রিফুজীর দরখাস্ত প্রসেস করছেন বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে। সেরকম কয়েকজন মক্কেলকে মামলায় সহায়ক হবে 'আশ্বাস' দিয়ে গত ২৮ মে ক্যানবেরাতে রেমন্ড পাকিস্তানি দুতাবাস ঘেরাও দেয়ার নামে ছবি তুলতে নিয়ে গিয়েছিল। *[রেমন্ড ও ফজলুর গ্রিফীত সফর ও রিফুজী অধ্যুষিত সে সকল এলাকা নিয়ে আগামীতে কর্ণফুলীতে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পড়ুন]*। সিডনী থেকে প্রচারিত কয়েকটি ওয়েবসাইটে ক্যানবেরাতে সংসদ ভবন ঘেরাও এবং পাকিস্তানি দুতাবাসের পাশের গলিতে ২৩ জনের একটি দলের হেঁটে যাওয়ার ছবিটি কাছ থেকে দেখে সচেতন পাঠকরা সকলে ফজলু-রেমন্ড দোসরের নাটক দেখে হাসছে। অনেকে বলছেন ছবিগুলোর ফ্রেমে বন্দী প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে অষ্ট্রেলিয়াতে এসে রিফুজি ভিসার জন্যে আবেদন করেছিল। দেশে নিরাপত্তাহীনতার ধুঁয়ো তুলে অষ্ট্রেলিয়াতে আশ্রয় এবং পাসপোর্ট প্রাপ্তির সাথে সাথে এরা বাংলাদেশে হাসিমুখে পুনরায় বেড়াতে গিয়েছিল। ব্যঙ্কক ফেরত 'আদম-সাংবাদিক' নামে কুখ্যাত রিফুজী আকিদের ভাই ঝন্টুও একই প্রক্রিয়ায় তার স্ত্রী মৌসুমী'র রেসিডেন্সির অপেক্ষায় এখনো সিডনীতে পড়ে আছেন। প্রবাসী ছাত্রী মৌসুমীর রেসিডেন্সি হলেই দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা রিফুজী দরখাস্তকারী ঝন্টু দেশে ফেরত গিয়ে মৌসুমীর স্বামী হিসেবে পুনরায় অষ্ট্রেলিয়াতে ফেরত আসবে বলে জানা গেছে। তথাকথিত এ সকল প্রতারক রিফুজীদের চাতুরালী থেকে শিক্ষা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান সরকার ২০০৩ সনে তাদের রিফুজি বিষয়ক আইনটি কিছুটা কঠোর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন ব্যক্তির রিফুজী আবেদন গ্রান্ট হলে অষ্ট্রেলিয়ান সরকার তাকে আগের মত এখন আর 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্সী' দেয় না। রিফুজী দরখাস্ত মঞ্জুর পর দুবছর 'মনিটরিং পিরিয়ড' অতিবাহিত হলে দ্বিতীয় ধাপের অনুসন্ধানে উর্ত্তীণ হলে তবেই তাকে 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্সী' দেয়া হয়। নুতন আইনানুযায়ী উক্ত রিফুজীকে তারপর আরো ৪ বছর অপেক্ষা করতে হয় সোনার হরীন সম অষ্ট্রেলিয়ান পাসপোর্টের জন্যে, তবেই দেশে হাসিমুখে বেড়াতে যাওয়া। একজন জেনুইন রেফুজীর অষ্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট হাতে পেতে সর্বসাকুল্যে ৬ থেকে ৭ বছরের ধাক্কা এখন। জেনে রাখা ভালো 'পোক্ত ও সঠিক অভিযোগ থাকলে প্রতারনার দায়ে একজন রিফুজী'র 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্সী' সহজে বাতিল হতে পারে যা

'নাগরিকত্ব' পাওয়ার পর কঠিন হয়'। একশ্রেণীর সফল রিফুজীদের প্রতরণার কারণে সহজ সরল ও মানবতাবাদী অষ্ট্রেলিয়া এ ধরনের জটিল ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন ।

চরিত্রহীন ও শঠ সাংবাদিক ফজলু'দের হলুদ সাংবাদিকতার করালগ্রাসে নিঃশেষিত কলিযুগের বাংলাদেশ সংবাদ মাধ্যমগুলো আজ। এধরনের সাংবাদিকরা 'লিফলেট' ও দলীয় মুখপাত্র পত্রিকাগুলোতেই সাধারনত স্থান পেয়ে থাকেন। নিরপেক্ষ বা সর্বজনগৃহিত কোন পত্রিকাতে এরা প্রবেশ করতে সাহস পায়না। দুপয়সার আলতায় দুর্ভিক্ষপিড়ীত গাঁয়ের একটি গণিকাকে যেভাবে তুষ্ট করা যায় ঠিক তেমনি দু'ডলারের এক কাপ চা'য়ে ফজলুকে দিয়েও দুকলম লিখানো যায় বলে লন্ডনবাসী কয়েকজন পাঠক কর্ণফুলীকে সম্প্রতি জানিয়েছেন। কয়েক মাস আগে লন্ডনেও তিনি একই অবস্থা করে এসেছেন। যার রেঁস্তরায় একবেলা 'মুফ্ত' খেয়েছিলেন তাকেই তিনি 'এন্ট টু এ্যলিফেন্ট' বানিয়ে দিয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বর থেকে অদ্যাবধি ধারাবাহিকভাবে 'অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল আদালতে ৭১ সনের গনহত্যা'র মামলা নিয়ে তিনি উদ্দেশ্যমূলক অনেকগুলো রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু তার বন্ধু এবং মাইগ্রেশন দালাল রেমন্ড এখন কারনবিহীন 'উইথ ড্র' করার মাধ্যমে মামলাটির যে অকাল পরিনতী করেছে সে বিষয়ে ফজলু এখন কি বলে তা পড়তে অপেক্ষা করছে তার অনেক বোকা ও অবুঝ পাঠকরা। সাংবাদিক ফজলুল বারীর গতিবিধি ও কর্মকান্ড এখন থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা খুব কাছ থেকেই অবলোকন করবেন বলেন কিছু অতি উৎসাহী ও দেশপ্রেমী অষ্ট্রেলিয়ান কর্ণফুলীকে জানালেন।

পুনশ্চঃ

মাইগ্রেশন দালাল রেমন্ড সোলেমান ফয়সল সম্প্রতি কর্ণফুলী দপ্তর বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া এবং এর সম্পাদককে হত্যা করার জন্যে যে হুমকী দিয়েছিল সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কসটাউন লোকাল কোর্টে কর্ণফুলী একটি ত্রাসের মামলা দায়ের করেছিল। গত ৩১শে মে ২০০৭ আদলত শুনানী শেষে কর্ণফুলীর পক্ষে রায় দেন এবং আদালত তার রায়ে স্পষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন যে আগামীতে কর্ণফুলী পরিবারের যেকোন সদস্যের প্রতি রেমন্ড বা তার কোন সহযোগী যদি কোন সন্ত্রাস সৃষ্ঠি করে তবে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশের গনহত্যা নিয়ে সিডনীতে দায়েরকৃত অভিনব মামলাটির গর্ভপাত দেখতে এখানে টোকা মারুন।

কর্ণফুলীর অনুসন্ধান